COAST

gwmK ^K‡kvi evZv

msL¨v 25 \ b‡fwi-2019Bs

ভূমিকা: ২০১৫ সাল থেকে শিশু বিবাহ প্রতিরোধে বাংলাদেশ সরকারের অঙ্গিকার ও কর্মসূচির আলোকে ভোলা জেলায় "সমন্বিত শিশু বিবাহ প্রতিরোধ কর্মসূচী" নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে।এই কার্যক্রমে আর্থিক ও কারিগরী সহায়তা প্রদান করছে ইউনিসেফ বাংলাদেশ এবং বাস্তবায়ন করছে কোস্ট ট্রাস্ট। ভোলা জেলার চারটি উপজেলায় (ভোলা সদর, লালমোহন, চরফ্যাশন ও মনপুরা) এই কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

কিশোরী ক্লাবের সদস্যদের সাইকেল উপহার দিলেনজেলা প্রশাসক

ভোলায় কিশোরী ক্লাবের সদস্যদেও মধ্যে সাইকেল ও পুরস্কার বিতরণ করেন জেলা প্রশাসক মোঃ মাসুদ আলম ছিদ্দিক। ইউনিসেফ ও মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনলায় সহযোগীতায় কোস্ট ট্রাস্টের আয়োজনে জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে কিশোর-কিশোরী ক্লাবের নেটওয়ার্কিং সভায় এই পুরস্কার বিতরণ করেন তিনি। এসময় জেলা প্রশাসক মোঃ মাসুদ আলম ছিদ্দিক বলেন, বাল্য বিয়ে রোধে কিশোরী ক্লাবের সদস্যরা সাইকেল চালিয়ে এখন থেকে বাল্য বিয়ে রোধে ও সচেতনতায় কাজ করবে। তারা সাইকেল চালিয়ে বিভিন্ন ক্লাবে গিয়ে সচেতন করবে। বাল্যবিয়ে আমাদের সামাজিক অভিশাপ। এই অভিশাপ থেকে সমাজকে মুক্ত করতে পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে।

এই দেশকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে আমাদের আগে বাল্যবিবাহ মুক্ত সমাজ গড়ে তুলতে হবে। মেয়েরা যখন পড়ালেখা করে প্রতিষ্ঠিত হবে, সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখবে তখনই বাংলাদেশ একটি উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত হবে। তিনি বলেন, এখন আর মেয়েরা পিছিয়ে নেই। আমাদের প্রধানমন্ত্রী, স্পীকার, শিক্ষামন্ত্রী নারী। তারা এই সর্বোচ্চ ক্ষমতায় থেকে দেশ পরিচালনা করছেন। তোমারাও আগামীর বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিবে, সেই ক্ষেত্রে পড়ালেখা করে মানুষের মতো মানুষ হতে হবে।

জেলা প্রশাসকের উদ্যোগে কিশোরী ক্লাবের সদস্যদের মাঝে সাইকেল বিতরণ করেন এবং প্রত্যেকটি কিশোর-কিশোরী ক্লাবে একটি করে সাইকেল, ফুটবল দেওয়া আশ্বাস দেন। এসময় কিশোর-কিশোরীরা তাদের ক্লাবের বিভিন্ন কার্যক্রম অতিথিদের সামনে তুলে ধরেন।

এসময় তিনি বলেন, কিশোরীরা সাইকেল চালিয়ে এলাকায় বাল্য বিয়ে রোধ করবে। কোথাও কোন বাল্য বিয়ে হলে প্রশাসনকে জানাবে। প্রতিটি কিশোরীকে এক একজন শুভেচ্ছা দূত হিসাবে কাজ করবে নিজ এলাকায়। সমাজ বিনির্মানে তারা অগ্রনী ভূমিকা রাখবে বলে আশাকরি।

ডিডিএলজি কর্মকর্তা মোঃ মাহমুদুর রহমানের সভাপতিত্বে নেটওয়ার্কিং সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন, ইউনিসেফের বরিশাল বিভাগীয় চীফ এ এইচ তৌফিক আহমেদ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোঃ মহসিন আল ফারুক, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোঃ কামাল হোসেন, জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা মোঃ ইকবাল হাসান, সহকারী শিক্ষা অফিসার মাদব চন্দ্র দে, বিটিভি জেলা প্রতিনিধি এম এ তাহের, জাতিসংঘের শিশু বিষয়ক সংস্থা ইউনিসেফের শিশু সুরক্ষা কর্মকর্তা মো: জামিল হোসেন,কোস্ট ট্রাস্টের জেলা সমন্বয়কারী মোঃ মিজানুর রহমান, এডভোকেসি এন্ড মিডিয়া অফিসার আদিল হোসেন,কিশোরী ক্লাবের প্রতিনিধি হাজেরা বেগম ইমা প্রমুখ। অনুষ্ঠানে সঞ্চলনা করেন আব্দুস সালাম।

কোস্ট ট্রাস্টের সহযোগিতায় ওয়ার্ডকে শিশু বিবাহ মুক্ত করার জন্য শপথ গ্রহণ

ভোলার মনপুরা উপজেলার হাজির হাট ইউনিয়নের ৪ নং ওয়ার্ডকে বাল্য বিয়ে মুক্ত করার লক্ষ্যে নিয়ে ওয়ার্ডের কিশোর-কিশোরী, জনপ্রতিনিধি, ঈমাম, কাজী, শিক্ষকদের অংশ গ্রহনে শপথ গ্রহণ করা হয়। এর মাধ্যমে আগামীতে এই ওয়ার্ডের কোন কিশোরকে ২১ বছর আগে ও মেয়েদের ১৮ বছর আগে বিয়ে না দেয়ার জন্য শপথ নেন সবাই। এছাড়াও ওয়ার্ডকে বাল্য বিয়ে ,ইভটিজিং, মাদক, যৌতুক, নারী নির্যাতন মুক্ত রাখতে সকলে ঐক্য বদ্ধ ভাবে কাজ করার জন্য শপথ নেন।

হাজিরহাট মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে জাতিসংঘের শিশু বিষয়ক সংস্থা ইউনিসেফ ও মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রনালয়ের এর সহায়তায় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা কোস্ট ট্রাস্ট এর সমন্বিত শিশুবিবাহ প্রতিরোধ কার্যক্রম (আইইসিএম) প্রকল্প এই অনুষ্ঠান বাস্তায়ন করেন। এতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মনপুরা উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান সেলিনা আক্তার চৌধুরী। হাজিরহাট ৪ নং ওয়ার্ডের ইউপি সদস্য আবু হোসেন এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মনপুরা উপজেলার নির্বাহী অফিসার বশির আহম্মেদ, মনপুরা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাখাওয়াত হোসেন। অনুষ্ঠানে শুরুতে স্বাগত্ব বক্তব্য রাখেন (আইইসিএম) প্রকল্পের প্রাগাম অফিসার মো: ইউনুছ সুমন। এসময় উপস্থিত ছিলেন পিআর এডুকেটর আবিদ হাসান রাজু,সাবিয়া ইসলাম মিম প্রমুখ। এছাড়াও কিশোর-কিশোরী

ক্লাবের সদস্যরা তাদের ক্লাবের বিভিন্ন কার্যক্রম ও সমস্যার কথা তুলে ধরেন।

অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, বাল্য বিয়ে আমাদের সমাজের জন্য একটি ভাইরাস। বাল্য বিয়ের ফলে ধ্বংস হচ্ছে একটি শিশুর শৈশব,পরিবার,,একটি সমাজ,সর্বপোরি একটি রাষ্ট্র। আমাদের দেশকে উন্নয়নশীল দেশে পরিনত করতে হলে বাল্য বিয়ে রোধ করতে হবে। তাই সবাই মিলে ঐক্য গড়ি বাল্য বিয়ে মুক্ত সমাজ গড়তে হবে। উপজেলা চেয়ারম্যান বলেন, মনপুরার মতো এলাকায় কিশোর-কিশোরী ক্লাব আছে এবং এই ক্লাব যারা পরিচালনা করছেন তাদেরকে ধন্যবাদ দেন। ক্লাবের যে কোন সমস্যা সমাধানে তিনি সবসময় পাশ্বে থাকবেন। তিনি আরো বলেন, শুধু হাজিরহাট ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ড না পর্যায়ক্রমে মনপুরার সকল ইউনিয়নকে শিশু বিবাহ মুক্ত করা হবে। তিনি মনে করেন, উপযুক্ত শিক্ষা এবং পরিবেশ পেলে এই মনপুরার কিশোর-কিশোরীরাও সমাজ উন্নয়নে কাজ করবে।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব বশির আহম্মেদ বলেন, আমরা সব সময় কিশোর-কিশোরী ক্লাবের সাথে আছি। কোথাও কোন শিশু বিবাহের ঘটনা ঘটলে আমাদেরকে জানাবে, আমরা তা প্রতিরোধ করবো।

কিশোর-কিশোরী ক্লাবের সদস্যদের মানসিক বিকাশে কাজ করছে কোস্ট ট্রাস্ট

কিশোর-কিশোরী ক্লাবের সদস্যদের বিভিন্ন বিষয়ে সচেতন করার পাশাপাশি মানসিক বিকাশে কাজ করছে কোস্ট ট্রাস্ট। তারই ধারাবাহিকতায় ক্লাব ভিত্তিক বির্তক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভোলার আলীনগর ইউনিয়নের বীর শ্রেষ্ঠ মোস্তফা কামাল জাদুঘরে এই বির্তক প্রতিযোগী অনুষ্ঠিত হয়। জাতিসংঘের শিশু বিষয়ক সংস্থা ইউনিসেফের সহায়তায় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা কোস্ট ট্রাস্ট এর সমন্বিত শিশু বিবাহ প্রতিরোধ (আইইসিএম) প্রকল্পের আয়োজনে ''যুক্তি তর্কে বির্তক শক্তিশালী গনতন্ত্র" এই প্রতিপাদ্য বিষয়কে সামনে রেখে ভোলা সদর উপজেলার বিভিন্ন ক্লাবের সদস্যদের নিয়ে দুটি দলে বিভক্ত হয়ে এই প্রতিযোগীতা হয়। প্রতিযোগীতার বিষয় বস্তু নির্ধারন করা হয় 'মোবাইল ফোন বন্ধ করে নয়,প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহারই পারে কিশোর-কিশোরীদের সমস্যা দূর করতে'। প্রতিযোগীতায় বির্তাকিকরা তাদের বিভন্ন যুক্তি তর্কের মাধ্যমে তাদের মতামত তুলে ধরেন। প্রতিযোগীতায় তাদের বক্তব্য উপস্থাপনের মাধ্যমে জানায়, কিশোর-কিশোরীদের অল্প বয়সে ফোন ব্যবহার করার ফলে প্রযুক্তির সাথে পরিচিতি হওয়ার ফলে নানা ধরনের সমস্যরা সম্মুখিন হচ্ছে।

দেশে ১৮ বছরের কম বয়সীদের মোবাইল ফোন ব্যবহারের নিয়ম নেই। অথচ প্রায় শহর অঞ্চলের ৭৭ ভাগ শিশু বিধিনিষেধ না মেনেই উৎসাহী কিছু শিশু-কিশোর ব্যবহার করছে আধুনিক প্রযুক্তির সব মোবাইল হ্যান্ডসেট। স্কুল-কলেজ পড়ুয়া শিশুদের হাতে হাতে এখন মোবাইল সেট। ফলে রাত জেগে ফেইসবুক ও ইউটিউব চালিয়ে একদিকে যেমন সময় নষ্ট হচ্ছে অন্যদিকে পড়াশোনা ক্ষতি হচ্ছে বলে জানায়। তাই মোবাইল ফোন ব্যবহার এর উপর অভিভাবক রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্র থাকা জরুরী বলে বক্তার মত প্রকাশ করেন।

অন্য পক্ষ বলেন, প্রযুক্তি বা মোবাইল ফোন নিয়ন্ত্রন আনলেই সকল সমস্যার সমাধান হবে না। প্রতিটি কিশোর-কিশোরীকে ভালো বন্ধের তফাত বুঝাতে হবে বলে জানায়। প্রতিযোগীতায় পক্ষ দল বিজয়ী লাভ করেন। পক্ষ দলের সদস্যরা হলেন মো: রাফসান,মো: রাব্বি,বিবি আয়েশা,ফারজানা আক্তার তুলি। বিপক্ষ দলের সদস্যরা হলেন, মনছুরা আক্তার, আল-অমিন, মো:মিরাজ, হাজেরা বেগম ইমা । প্রতিযোগীতা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরষ্কার বিতরন করেন কোস্ট ট্রাস্ট আইইসিএম প্রকল্পের এপিসি দেবাশীষ মজুমদার, আলী নগর স্কুল এন্ড কলেজের সহকারী শিক্ষক মামুন, রাশেদ উজ্জামান,পগ্রাম অফিসার মো: ইউনুছ, উপজেলা টেনিং এন্ড মনিটরিং অফিসার মো: জিয়া উদ্দিন এ্যাডভোকেসি এন্ড মিডিয়া অফিসার আদিল হোসেন , পিআর এডুকেটর রাব্বি, তামান্না প্রমুখ।

ছবি :

সাইকেল চালাচ্ছে ক্লাবের সদস্যরা

ক্লাব ভিত্তিক দেয়ালিকা

নভেম্বর,১৯ মাসে বাস্তবায়িত কাজের বিবরণঃ

কাজের নাম	লক্ষ্য	অর্জন
কিশোর-কিশোরী ক্লাব পরিদর্শন	৩০০	৩০০
মাসিক সভা	৩	৩
সিবিসিপিসি সভা	৮৭	৮৫
অগ্রগামী কিশোর-কিশোরী সভা	৩	৩
বাড়ী পরিদর্শন	৩০০	৩০০
উঠান বৈঠক	৮০	৮১
কমিউনিটি ডায়লগ	৩	৩

Contact:

COAST Trust
IECM Program, BhMTC, Circuit House Road, Char Noabad, Bhola Sadar, Bhola. Phone - 01713-328804, 01715434736,
Email: mizanurcoast@gmail.com, debasish.coast@gmail.com,
Website: www.coastbd.net